কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫১ ❑ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ❑ ২০১৮ খ্রি. ❑ ১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ❑ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
ঝরনা বেগম
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
সম্রাট প্রিন্টার্স, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৬৮৫৪৭৪৫১৭

সম্পাদকীয়

আমরা খাদ্য গ্রহণ করি দেহের পুষ্টির জন্য এবং যার মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ ও সবল রেখে কর্মক্ষম জীবন যাপন করা যায়। দেহের ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন এবং দেহকে সুস্থ ও নিরোগ রাখার ক্ষেত্রে শাকসবজির গুরুত্ব অপরিসীম। রোগপ্রতিরোধ খাদ্য হিসেবে শাকসবজির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। শাকসবজির গুরুত্ব অনুধাবন করে ৩য় বারের মত জাতীয় সবজিমেলা আয়োজন করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় ১৪-১৬ জানুয়ারি, ২০১৮ কেআইবি অডিটরিয়াম চত্বরে তিনদিন ব্যাপী এ মেলার আয়োজন করে। মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সারা বছর সবজি চাষে, পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে'। জাতীয় সবজি মেলায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং বাংলাদেশে চাষকৃত সকল প্রকার সবজি প্রদর্শন করা হয়। কৃষকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ যাতে সবজি সম্পর্কিত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে ও ব্যাপকভাবে সবজি চাষে উদ্বুদ্ধকরণের জন্যই এ মেলার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া গত ১০-১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ কেআইবি কমপ্লেক্স চত্বরে জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৮ আয়োজন করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলায় প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অর্থ-শ্রম-সময় বাঁচবে'। উভয় মেলায় বিএডিসিসহ অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

ভেতরের পাতায়.....

রাজধানীতে জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ অনুষ্ঠিত ০৩
দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা ২০১৮ অনুষ্ঠিত ০৪
বিএডিসিতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত ০৫
খুলনায় বিএডিসির খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন ০৬
বিএডিসিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার ২০১৭ প্রদান ০৬
জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৮ অনুষ্ঠিত ০৭
বিএডিসি'র নৌ বিহার ২০১৮ অনুষ্ঠিত ০৮
সোলার পাম্প চালিত সুপেয় পানি ও কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য লাগসই প্রযুক্তি ডাগওয়েল (পাতকুয়া) ০৯
ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে ১১
আগামী দুই মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

রাজধানীতে জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ অনুষ্ঠিত

জাতীয় সবজি মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় নৌ পরিবহনমন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি, বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

মাননীয় নৌ পরিবহনমন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি বলেন, পুষ্টি চাহিদা ও আর্থিক চাহিদার কথা চিন্তা করে আমাদের কৃষকরা সবজি চাষে এগিয়ে যাচ্ছে। সবজি উৎপাদনে আমাদের নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সবজি চাষে ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার হচ্ছে। যা আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে। আমাদের কৃষকদের এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। নিরাপদ সবজি উৎপাদন জোরদার করতে হবে। সবজি চাষ এখন বাণিজ্যিকীকরণে পরিণত হয়েছে। সবজি রপ্তানিতেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, এক সময় শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট মৌসুমে কিছু সবজি পাওয়া যেত। এখন সারা বছর সবজি চাষ হচ্ছে এবং বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। শহরে অঞ্চলে ছাদ বাগান এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, যা বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ করে তোলে।

গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে তিন দিনব্যাপী জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় নৌ পরিবহনমন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় এ মেলার আয়োজন করে।

খামার বাড়ি সংলগ্ন কেআইবি চত্বরে তিন দিন ব্যাপী (১৪-১৬ জানুয়ারি) জাতীয় সবজি মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় নৌ পরিবহনমন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি।

বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, হাইব্রিডের কারণে এখন আমরা সারা বছর সবজি পাচ্ছি, যা আগে কখনো আমরা ভাবতে পারতাম না। হাইব্রিডের প্রচলন সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। সে সময় অনেকে সমালোচনা করেছিল। হাইব্রিড বীজ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানির কাছে জিম্মি হয়ে যাব। আমাদের কৃষকরা কারো কাছে এখনও জিম্মি হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন, আলু থেকে তৈরি স্টার্চ আমরা বিদেশ থেকে আদানি করে থাকি। আমাদের দেশে আলু থেকে কিভাবে স্টার্চ তৈরি করা যায়, গবেষণার মাধ্যমে ভ্যারাইটাল ইমপ্রুভমেন্টের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ গার্মেন্ট শিল্পে স্টার্চের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তিনি বলেন, কাঁচা কাঁঠালকে ভেজিটেবল মিট হিসেবে ব্যবহার দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁচা কাঁঠালকে বিদেশে রপ্তানি করতে পারলে আমরা অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবো। মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেন, ভাসমান সবজি চাষে আমরা বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেয়েছি এবং এটা দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করেছে। শূন্যে, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে উদ্যান তৈরি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সেমিনারে "পরিবর্তিত জলবায়ুতে পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বছরব্যাপী নিরাপদ সবজি চাষ" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ হারুনর রশিদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল আজিজ। সবজি মেলায় এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সারা বছর সবজি চাষে পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে"।

সবজি মেলা উপলক্ষে সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। সবজি মেলায় বিএডিসিসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মাননীয় নৌ পরিবহনমন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন। বিএডিসি'র স্টলে নানা প্রকার দেশি বিদেশি সবজি প্রদর্শিত হয়। এছাড়া স্টলে সবজি বিক্রির ব্যবস্থাও ছিল।

দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা ২০১৮ অনুষ্ঠিত

'উন্নয়নের রোল মডেল, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ'-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা দেশে প্রতিটি জেলা উপজেলায় গত ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮ তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে উন্নয়ন মেলা ২০১৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী তিন দিনের 'উন্নয়ন মেলা-২০১৮' এর শুভ উদ্বোধন করেন এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

রাজধানীর শিল্পকলার মাঠে উন্নয়ন মেলা ২০১৮তে স্থাপিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টল

বর্তমান সরকারের সময়ে নেয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ' এবং ২০৪১ সালের মধ্যে 'উন্নত বাংলাদেশ' গঠনে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতেই প্রশাসনের উদ্যোগে দেশজুড়ে উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। এ মেলায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি, আধাসরকারি সংস্থার স্টল স্থাপন করা হয়। এসব সরকারি, আধাসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে মেলায় আগত লোকদের সামনে তাদের নিজ নিজ সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

উন্নয়ন মেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টলে বিএডিসি'র বীজের প্রদর্শনী

সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলমান এ মেলায় অগণিত দর্শনার্থীর আগমন ঘটে এবং সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়ে অবহিত হন ও প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করেন।

প্রতিটি মেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিএডিসিসহ সংস্থাগুলো একত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একক স্টলে অংশগ্রহণ করে।

স্টলে বর্তমান সরকারের সময়ে কৃষি উন্নয়নের সফলতার চিত্র তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি, জাত, ফসল ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। মেলা উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভিডিও ডকুমেন্টারি ও বিভিন্ন প্রচারসামগ্রী প্রণয়ন করা হয় এবং মেলা উপলক্ষে দেশব্যাপী প্রদর্শন করা হয়। মেলার সমাপনী দিবসে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থার স্টলকে পুরস্কৃত করা হয়। অনেক স্থানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টল দর্শক নন্দিত হওয়ায় প্রথম স্থান অর্জন করে।

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩৬৩ মে. টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি/২০১৮ সময়ে কৃষক পর্যায়ে মোট ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩৬৩ মে. টন নন-নাইট্রোজেনাস সার বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ৭৮ হাজার ৩৯৩ মে.টন, এমওপি ১ লক্ষ ৪৩৩ মে.টন ও ডিএপি ৭০ হাজার ৫৩৭ মে. টন। বর্ণিত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৪৭ মে.টন সার। ০১ মার্চ ২০১৮ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৬ লক্ষ ১৩ হাজার ১৯১ মে. টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

বিএডিসিতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তে ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সংস্থার সদর দপ্তর কৃষিভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। এ সময় সদস্য পরিচালকবৃন্দ, সংস্থার সচিব, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহিদদের প্রতি বিএডিসি পরিবারের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ জাতীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। বাদ যোহর বিএডিসি'র স্টাফ কোয়ার্টার মসজিদে বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২৫ ফেব্রুয়ারি কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিএডিসি'র কৃষি ভবনে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করছেন সংস্থার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক। ছবিতে বিএডিসি'র সচিব, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা এর আয়োজন করা হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা প্রমুখ। আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখা ও বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সভাপতি ডাঃ আফরোজা খানম, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ শামসুল হক। এ ছাড়া বিএডিসি দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আবদুল মতিন পাটোয়ারী এবং বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম গোলাম মোহাম্মদ বক্তব্য রাখেন।

খুলনায় বিএডিসির খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে উক্ত কর্মসূচির ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খাল খনন কাজের অন্তর্গত কামিনি বাড়ির খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন মাননীয় মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি। এসময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব হাসান মমতাজ, খুলনা পুলিশ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসির খুলনা রিজিয়নের কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, প্রায় ১.৭৫ কিঃমিঃ খাল পুনঃখননের ফলে স্থানীয় জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচের কাজের পানির সহজলভ্যতা সৃষ্টি হবে। মন্ত্রী মহোদয় খাল পুনঃখনন কাজের জন্য স্থানীয় জমির মালিকদের সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেন এবং ঘেরের পরিবর্তে কৃষি কাজে মনোযোগী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

খুলনায় বিএডিসি'র কামিনি বাড়ির খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করছেন মাননীয় মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি

বিএডিসিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার ২০১৭ প্রদান

গত ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার ২০১৭ প্রদান করা হয়। বিএডিসি'র ১ থেকে ১০ গ্রেড পর্যন্ত ১ জন কর্মকর্তা ও ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত ১ জন কর্মকর্তাকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

যুগ্মপরিচালক (সার) বিএডিসি, দিনাজপুরে কর্মরত জনাব আ ফ ম আফরুজ আলম এবং যশোরে কর্মরত সহকারী মেকানিক জনাব মোঃ ফজলে রব্বিকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ক্রেস্ট, সনদপত্র ও এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সদস্য পরিচালক অর্থ জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যুগ্মসচিব (নিওক) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন যুগ্মপরিচালক (সার) জনাব আ ফ ম আফরুজ আলম

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন সহকারী মেকানিক জনাব মোঃ ফজলে রব্বি

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চেয়ারম্যান বলেন, শুদ্ধাচারের পুরস্কার প্রদানের এ অনুষ্ঠানএকটি অনন্য দিন। কর্মকর্তাদের উদ্যেশ্যে তিনি বলেন, নিজের কাছে জবাবদিহিতা থাকতে হবে। যারা আপনাদের কাছ থেকে সেবা নিতে আসে তাদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে হবে। বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তুলবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৮ অনুষ্ঠিত

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে তিন দিনব্যাপী জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ডিএই'র খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প এ মেলার আয়োজন করে।

বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

"কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে, অর্থ-শ্রম- সময় বাঁচবে" এ প্রতিপাদ্যে ১০-১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত মেলা উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম।

সেমিনারে ''বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের পথ পরিক্রমা ও সরকারি উদ্যোগ'' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ এর কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ মঞ্জুরুল আলম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীন।

কৃষি প্রযুক্তি মেলা উপলক্ষে সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। মেলায় বিএডিসিসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন।

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলায় বিএডিসি'র স্টল

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি বলেন, নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে কৃষি জমির পরিমাণ কমছে। দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষি শ্রমিকরা দিন দিন অন্য পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। যার কারণে কৃষি কাজে শ্রমিক সংকট দেখা দিচ্ছে। কৃষি উন্নয়নের ধারাকে ধরে রাখতে হলে বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ব্যবহারে আমাদের উদ্যোগী হতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, দেশের বেশির ভাগ কৃষকের জমি আকারে ছোট। এসব জমিতে চারা রোপন, পরিচর্যা ও ফসল মাড়াইয়ে বড় যন্ত্র ব্যবহার সব সময় সাশ্রয়ী হয় না। কৃষিকে লাভজনক করতে প্রান্তিক কৃষকের কথা মাথায় রেখে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে স্লিম, স্মার্ট ও ইফেকটিভ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে হবে।

তিনি বলেন, দিন দিন আমাদের কৃষিতে কায়িক শ্রম দেয়ার শ্রমিকের অভাব দেখা দিচ্ছে। কৃষক আগে অনেকটা বাধ্য হয়ে কৃষিকাজ করত। এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এজন্য কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কায়িক শ্রম ও খরচ কমছে। সময় বেঁচে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্র উদ্ভাবন করতে হবে।

বিএডিসি'র নৌ বিহার ২০১৮ অনুষ্ঠিত

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বিএডিসি পরিবার এর উদ্যোগে নৌ বিহার ২০১৮ চাঁদপুরের বোরো চরে অনুষ্ঠিত হয়। নৌ বিহারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, নৌ বিহারে সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মাদ মাহফুজুল হক, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা উপস্থিত ছিলেন। বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ সহস্রাধিক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ নৌ বিহারে অংশগ্রহণ করেন।

নৌ বিহারে বাচ্চাদের ও বড়দের জন্য আলাদা খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা। নৌ বিহারে অন্যতম আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। র‍্যাফেল ড্রতে ৪৩ ইঞ্চি এলইডি টেলিভিশন, ল্যাপটপসহ ১০২ টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নৌ বিহারটি শেষ হয়।

নৌ বিহারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

র‍্যাফেল ড্র এর প্রথম পুরস্কার ৪৩ ইঞ্চি এলইডি টেলিভিশন প্রদান

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান ও সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

নৌ বিহারে শিশুদের বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা

নৌ বিহারে আয়োজিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

সোলার পাম্প চালিত সুপেয় পানি ও কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য লাগসই প্রযুক্তি ডাগওয়েল (পাতকুয়া)

মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)

সৌরবিদ্যুৎ চালিত ডাগওয়েল

অতি প্রাচীনকাল থেকে সুপেয় পানির উৎস হিসেবে গৃহস্থালি কাজে ডাগওয়েল (পাতকুয়া) ব্যবহার করা হয়। মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর উদ্ভাবন সুপেয় পানি ও কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য লাগসই প্রযুক্তি সৌর বিদ্যুৎ চালিত ডাগওয়েল। এটি খননের মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে, অন্যদিকে জনগণও সুফল পেতে শুরু করেছে। ডাগওয়েলে অনেক নীচ থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে দড়ি-বালতি ব্যবহার করে পানি উত্তোলন করা বেশ কষ্টসাধ্য। এ অসুবিধা লাঘব করতে সোলার প্যানেল ব্যবহার করে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন সহজ করা হচ্ছে। সোলার প্যানেলসমূহ প্রচলিত পদ্ধতিতে লম্বা সারিবদ্ধভাবে ব্যবহার না করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর পরামর্শে কিছুটা ফানেল আকৃতি করে স্থাপন করা হয়। এতে বৃষ্টির পানি জমে ডাগওয়েলে পতিত হয় এবং কিছুটা হলেও পানির পুনর্ভরন হয়। এটা মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর একটি উদ্ভাবন। ইতোমধ্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের নির্দেশে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সংসদীয় এলাকা নালিতাবাড়ী, শেরপুরে একটি সোলার পাম্প চালিত ডাগওয়েল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ডাগওয়েলে জমাকৃত পানি সাবমারসিবল সোলার পাম্পের সাহায্যে ওভার হেড ট্যাংকে মজুদ করা হয়। ডাগওয়েলে ৫০০ মিটার বারিড পাইপ স্থাপন করে সেচের পানির অপচয় রোধ ও কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। বারিড পাইপে মোট ৯টি আউটলেট রয়েছে। এর মধ্যে একটি আউটলেট খাবার ও গৃহস্থালি কাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও ২৫০ ফুট ফিতা পাইপ সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত ডাগওয়েলে আধুনিক পানি সাশ্রয়ী ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে ৬০ শতক জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। ডাগওয়েলের উপকারভোগী কৃষক উক্ত পানি দিয়ে আলু, পটল, পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, শশা, শিম, লাউ, ছোলা, মসুর ইত্যাদি চাষ করে লাভবান হচ্ছে। নির্মিত ডাগওয়েলের মাধ্যমে প্রতি বছর ১,৬৩,০০০ লিটার বৃষ্টির পানি সংরক্ষিত হয়। দিনে পানি উত্তোলিত হয় ১,৫০,০০০ লিটার এবং বছরে ৪,৫০,০০,০০০ লিটার। আর বার্ষিক বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় ৮৪০০ কিলোওয়াট/ঘন্টা যা প্রায় ৪২,০০০ টাকার সমতুল্য।

► বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার অনুযায়ী সোলার পাম্প ২ প্রকার-	১) এসি সোলার পাম্প	২) ডিসি সোলার পাম্প
► পানি উত্তোলনের ভিত্তিতে সোলার পাম্প ২ ধরনের হয়-	১) সাবমার্সিবল পাম্প	২) সাকশন পাম্প
► ডিসি সোলার পাম্প শুধুমাত্র ৫ অশ্বশক্তি/০.৫ কিউসেক পাম্প পাওয়া যায়।		
► এসি সোলার পাম্প সকল ক্ষমতার পাওয়া যায়।		

ডিসি পাম্পের সুবিধা ও অসুবিধা	
সুবিধা	অসুবিধা
১) ব্রাসলেস।	১) ৫ অশ্বশক্তির বেশী ক্ষমতার পাম্প চলে না।
২) রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।	২) চুম্বক ব্যবহৃত হয়, কয়েল ব্যবহৃত হয় না।
৩) কম বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়।	৩) রি-ওয়ান্ডিংহয় না।
৪) কম সূর্যের তাপে চলে।	৪) মূল্য বেশী ৫০,০০০-৬০,০০০ টাকা।
৫) সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে।	
৬) আরপিএম কম অর্থাৎ বেশী হয়।	
৭) কন্ট্রোলারে নির্দিষ্ট আউটপুট নেই (১৪০০-২৮০০), মিনিমাম ৩৭০ ভোল্টে চলে।	
৮) আয়ুষ্কাল ২০ বছর।	

এসি পাম্পের সুবিধা ও অসুবিধা	
সুবিধা	অসুবিধা
১) যেকোন ক্ষমতায় পাওয়া যায়।	১) আরপিএম নির্দিষ্ট- ১৪০০
২) কয়েল ব্যবহৃত হয় তাই রি-ওয়ান্ডিং করা যায়।	২) সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা এবং মেঘলা দিনে চলে না।
৩) মূল্য কম ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা।	৩) বেশী বিদ্যুৎ প্রয়োজন, ফলে প্যানেল বেশী লাগে।
	৪) কন্ট্রোলারে ২২০-৪৪০ ভোল্ট আউটপুট থাকে।
	৫) কন্ট্রোলারে ৫৫০ ভোল্ট ইনপুট থাকে।

Monocrystalline Solar System	Polycrystalline Solar System
১) দক্ষতা বেশি	১) দক্ষতা কম
২) মূল্য বেশি	২) মূল্য কম
৩) বিদেশে তৈরি	৩) দেশীয় তৈরি
৪) সেলের সাইজ সমান	৪) নিলাভ বর্ণের
৫) কালচে বর্ণের	

মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর "কাবিটা" এর অর্থায়নে নির্মিত সৌর বিদ্যুৎচালিত ডাগওয়েল (পাতকুয়া) ও ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতির তথ্য নিম্নরূপ:

অবস্থান:জেএল নং-২৯,দাগ নং-৩৭৩-৩৭৪, মৌজা-রামচন্দ্রকূড়া, ইউনিয়ন-রামচন্দ্রকূড়া, উপজেলা-নালিতাবাড়ী, জেলা শেরপুর।

ক) ডাগওয়েলে এর কারিগরী তথ্য:			
১)	স্থান নির্বাচন	:	০৪/০৩/১৭
২)	টেস্ট বোরিং	:	১৭/০৩/১৭
৩)	রিং পার্ট তৈরি শুরু	:	১৮/০৩/১৭
৪)	রিং পার্ট এর ইনার ব্যাস	:	১০০০ সেঃমিঃ
৫)	রিং পার্ট এর পুরুত্ব	:	৭৫ মিঃমিঃ
৬)	রিং পার্ট এর উচ্চতা	:	৪৫০ মিঃমিঃ
৭)	রিং ছিদ্র (উয়ীপ)	:	২০ মিঃমিঃ
৮)	রিং ছিদ্র (উয়ীপ) সংখ্যা	:	৩-৪টি
৯)	রিং পার্ট	:	আরসিসি
১০)	রিইনফোর্সমেন্ট	:	১০ মিঃমিঃ
১১)	সেন্টার হতে সেন্টার	:	১৫০ মিঃমিঃ
১২)	রিং পার্ট এর সংখ্যা	:	৮৩টি
১৩)	রিং পার্ট তৈরি শেষ	:	২৫/০৩/১৭
১৪)	খনন শুরুর তারিখ	:	০৮/০৪/১৭
১৫)	খনন শেষ তারিখ	:	০৯/০৫/২০১৭
১৬)	ডাগওয়েলের খনন ডায়া	:	৫৬ ইঞ্চি
১৭)	ফিল্টারের দৈর্ঘ্য	:	১২০ ফুট
১৮)	ফিল্টারের ব্যাস	:	৫৬ ইঞ্চি
১৯)	রিং পার্ট স্থাপনের তারিখ	:	১০/০৫/১৭
২০)	রিং পার্ট স্থাপন	:	৭৯ টি
২১)	রিং পার্ট স্থাপনের গভীরতা	:	১১৮ ফুট
২২)	টি এন্ড ডি	:	১২/০৫/১৭
২৩)	স্থিতিশীল পানির স্তর	:	২০ ফুট
২৪)	পাম্পিং পানির স্তর	:	২৯ ফুট

খ) ডাগওয়েলে স্থাপিত সোলার প্যানেল ও পাম্পের তথ্য:		
নির্মিত ফানেলের ব্যাস	:	৯.৭৫ মিটার
নির্মিত ফানেলের ক্ষেত্রফল	:	৭৪.৬২ বর্গ মিঃ
সোলার প্যানেলের সংখ্যা	:	১২টি
প্রতিটি প্যানেলের সাইজ	:	৩ ফুট X ৬ফুট
প্রতিটি প্যানেলের ক্ষমতা	:	৩০০ ওয়াট
সোলার প্যানেলের মোট ক্ষমতা	:	৩.৬ কিলোওয়াট
সাবমারসিবল মটরের ক্ষমতা	:	৩.৫ কিলোওয়াট
সাবমারসিবল পাম্পের ধরণ	:	ডিসি
সাবমারসিবল পাম্পের ডিসচার্জ	:	৫ লিঃ/সেঃ
পানি উত্তোলন ক্ষমতা (ঋতু ভেদে)	:	১.৫ ~১.৭ লক্ষ লিটার/প্রতিদিন
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত (শেরপুর)	:	২২৭৪ মিঃমিঃ
বার্ষিক বৃষ্টির পানি সংগ্রহ (শেরপুর)	:	১.৬৩ লক্ষ লিঃ
সাবমারসিবল পাম্পের হেড	:	৫০ মিটার
পাম্প স্থাপন	:	২৭.৫ মিটার
ডেলিভারী পাইপের ব্যাস	:	৩ ইঞ্চি
ওভার হেড ট্যাংকের ধারন ক্ষমতা	:	৩০০০ লিটার
ভূমি থেকে ট্যাংকের উচ্চতা	:	১৮ ফুট
ফ্লু মিটার	:	১ টি
বজ্রপাত নিরোধক	:	১ টি
পাম্প কন্ট্রোলার	:	১ টি
ড্রাই রান প্রটেকশন সেন্সর	:	১ টি
ওভার ফ্লু প্রটেকশন সেন্সর	:	১ টি
পাম্প স্ক্যানার	:	১ টি
রিমোট মনিটরিং সিস্টেম (পাম্প কমিনিকেটর)	:	১টি
বারিড পাইপের ব্যাস	:	৫০ মিঃমিঃ
বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য	:	৫০০ মিটার
বারিড পাইপের আউটলেট	:	৯টি
ড্রিপ ইরিগেশন	:	৬০ শতক
ফিতা পাইপ	:	২৫০ ফুট
গ) উপকারভোগী কৃষক পরিবার সংখ্যা	:	৩০ (ত্রিশ)
ঘ) উপকারভোগী জনসংখ্যা	:	১৫০ জন

ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে

বীজ একটি প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি উপকরণ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে মানসম্পন্ন বীজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান। দেশের ক্রমবর্ধমান বীজের চাহিদা পূরনের জন্য বিএডিসি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। দানাশস্য বীজ বিশেষকরে ধান ও গম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের উদ্দেশ্যে ১৯৯৭-২০০৮ মেয়াদে ''অধিক পরিমাণে গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন প্রকল্প'' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিতরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। পরবর্তীতে গুণগতমানসম্পন্ন বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে ধান ও গম বীজের সাথে ভুট্টা বীজকে অন্তর্ভুক্ত করে ''ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন'' প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ''ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন'' (২য় পর্যায়) প্রকল্প এর মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত । ৬ টি বিভাগের ৩৫ টি জেলার ১৬৬ টি উপজেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ❑ প্রকল্প মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে ১,৫০,০০০ মেঃ টন গুণগত মানসম্পন্ন দানাশস্য বীজ (ধান, গম ও ভুট্টা) উৎপাদন ও সংগ্রহ;
- ❑ সংগৃহীত বীজের মান পরীক্ষা করা এবং সঠিকভাবে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং চাষী পর্যায়ে বিতরণ নিশ্চিত করা;
- ❑ বীজ উৎপাদন, ক্রয়, সংরক্ষণ ও চাষী পর্যায়ে বিতরণে গৃহীত সরকারি কর্মসূচি পালনে সহায়তা প্রদান;
- ❑ গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রকল্পের লোকবল, কৃষক ও বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান;
- ❑ বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণে সেবা প্রদান এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি

১,৫০,০০০ মে.টন ধান, গম ও ভুট্টার গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষক পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করে অদ্যাবধি প্রকল্পটির আওতায় ৬৬১১২.৮১০ মে.টন ধান, গম ও ভুট্টার গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সংগৃহীত হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ফসলভিত্তিক বীজ সংগ্রহ

বৎসর	বীজ ফসলের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন)	অর্জন (মে.টন)	অর্জনের শতকরা হার
২০১৫-১৬	আমন ধান	৪৩১০.০০০	৪৩১৩.০০০	১০০.০৭
	বোরো ধান	১৯০০০.০০০	১৮৯৯৪.০০০	৯৯.৯৭
	গম	৫৩৪৪.০০০	৫৩৩৯.০০০	৯৯.৯১
	ভুট্টা	৫.০০০	৫.০০০	১০০.০০
	মোট	**২৮৬৫৯.০০০**	**২৮৬৫১.০০০**	**৯৯.৯৭**
২০১৬-১৭	আমন ধান	৫৪৩৭.০০০	৫৪১১.০০০	৯৯.৫২
	বোরো ধান	২০৫০০.০০০	২০২২২.৮০০	৯৮.৬৫
	গম	৬১৬৬.০০০	৬২১৪.৫০০	১০০.৭৯
	ভুট্টা	১৬.০০০	১৩.০৯০	৮১.৮১
	মোট	**৩২১১৯.০০০**	**৩১৮৬১.৩৯০**	**৯৯.২০**
২০১৭-১৮	আমন ধান	৫৭০৮.০০০	৫৬০০.৪২০	৯৮.১২
	বোরো ধান	১৯৫১৫.০০০	কার্যক্রম চলমান	
	গম	৫৫৭৩.০০০	কার্যক্রম চলমান	
	ভুট্টা	৩০.০০০	কার্যক্রম চলমান	
	মোট	**৩০৮২৬.০০০**	**৫৬০০.৪২০**	**১৮.১৭**

বাকী অংশ ১২ এর পৃষ্ঠায়

প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কার্যক্রম

- ❑ ইতোমধ্যে ১৪৭০ জন চাষি এবং ৬০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ❑ ৩ টি (প্রতিটি ১০০ বর্গমিটার) বীজ সংরক্ষণাগর নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ৫ টি বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণাধীন রয়েছে।
- ❑ ৬ টি সিউইং মেশিন, ৩টি জেনারেটর, ১২টি ফর্ক লিফট, ৮টি সীড ক্লিনার কাম গ্রেডার, ৪টি জার্মিনেটর, ২৪টি ময়েশ্চার মিটার ও ১৫০টি ফিউমিগেশন সীট ক্রয় করা হয়েছে।
- ❑ কেন্দ্রসমূহে ৩৫০০ ঘনমিটার মাটি ভরাটের এবং ২০০ রানিং মিটার সানিং ফ্লোর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ❑ ১১৫০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর, ৭০০ রানিং মিটার অভ্যন্তরীন রাস্তা ও ৩৫০ রানিং মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।
- ❑ ৮ টি (প্রতিটি ১০০ বর্গমিটার) গ্যারেজ /সেড নির্মাণ (আয়রণ স্ট্রাকচার) করা হয়েছে।
- ❑ সিড টেস্টিং ল্যাবরেটরীর জন্য ৬টি (৪ টন) এয়ার কুলার ক্রয় করা হয়েছে।
- ❑ ৬টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ৬টি ট্রাক ও ১৫টি মোটর সাইকেল প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

এছাড়া অবশিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা প্রকল্প মেয়াদে ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করা হবে।

বোরো ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

গম বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতাধীন বীজ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে বিদ্যমান বীজ সংরক্ষণাগারের ধারণক্ষমতা

ক্রঃ নং	কেন্দ্রের নাম	বীজ সংরক্ষণাগারের ধারণক্ষমতা (মে.টন)		
		সাধারণ	ডিহিউমিডিফাইড	মোট
১	ময়মনসিংহ	২৩৫০	২৫০	২৬০০
২	চুয়াডাঙ্গা	৪৮০০	১০০	৪৯০০
৩	রংপুর	২০০০	১৫০	২১৫০
৪	বগুড়া	২৫০০	১০০	২৬০০
৫	ফেনী	২৪০০	১০০	২৫০০
৬	সিলেট	৩০০০	১০০	৩১০০
৭	সাতক্ষীরা	১৯৪০	৩০০	২২৪০
৮	ঠাকুরগাঁও	৩৩২০	১০০	৩৪২০
৯	গাজীপুর	৩১০০	৩০০	৩৪০০
১০	জামালপুর	২৯০০	১০০	৩০০০
১১	নেত্রকোনা	৪৬০০	২০০	৪৮০০
১২	কিশোরগঞ্জ	২৫০০	২০০	২৭০০
	সর্বমোট	**৩৫৪১০**	**২০০০**	**৩৭৪১০**

পদোন্নতি

উপসচিব

* উপপ্রধান (মনিটরিং) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ জান্নাতুল মিয়াকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপপ্রধান (পরিকল্পনা) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বের বিপরীতে জনসংযোগ বিভাগে সংযুক্ত জনাব মোঃ তোফায়েল আহমদকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপব্যবস্থাপক (পরিবহণ) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ রাজীব হোসেনকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপব্যবস্থাপক (তদন্ত) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বের বিপরীতে সংস্থাপন বিভাগে সংযুক্ত জনাব নিউটন বিশ্বাসকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসচিব (সা.প.) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ জামাল উদ্দিনকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসচিব (সংস্থাপন) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলামকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপপ্রধান (পরিকল্পনা) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোস্তফা শওকত আল ফয়সলকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসচিব (নিওক) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব প্রশান্ত কুমার মন্ডলকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসচিব (আইন) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ গোলাম রব্বানীকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপব্যবস্থাপক (প্রশাসন) বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব তাহমিনা খাতুনকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপব্যবস্থাপক (ক্রয়) বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বের বিপরীতে চেয়ারম্যান, বিএডিসি এর একান্ত সচিব পদে কর্মরত জনাব পলাশ হোসেনকে উপসচিব পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

উপহিসাব নিয়ন্ত্রক

* আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, পটুয়াখালী পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব সৈকত রানা দেকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপনিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব), ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ ইকবাল জাহানকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপনিয়ন্ত্রক (অডিট), বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব আফসানা আজিজকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, রাজশাহী পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ নুরুল আমিন মিয়াকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, সিলেট পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব দেবজ্যোতি পুরকায়স্থকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপহিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, ঢাকা পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব বিবি ফাতেমাকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, চট্টগ্রাম পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ সজীব হোসেন রবিনকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, ফরিদপুর পদের চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ খায়রুল আলমকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

সহকারী প্রকৌশলী

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, বরকল, রাঙ্গামাটি পদে কর্মরত জনাব শেখ আহমেদকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, বুড়িচং, কুমিল্লায় কর্মরত জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন লস্করকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, শাহারাস্তি, চাঁদপুর পদে কর্মরত জনাব মোঃ এরশাদ উল্লাহকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পদে কর্মরত জনাব মোঃ মফিজুল ইসলামকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদসেচ ইউনিট, বিএডিসি, গাইবান্ধায় কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা নির্মাণ জোন দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকা পদে কর্মরত জনাব আবু মোতালেব মোঃ নসরুল্লাহকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, সওকা ইউনিট, বিএডিসি, কুষ্টিয়া পদে কর্মরত জনাব মোঃ ইদ্রিস আলীকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, নির্মাণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদে কর্মরত জনাব আবদুল বাছেদ মিয়াকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর, বিএডিসি, কুমিল্লা পদে কর্মরত জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিনকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, যুগ্মপরিচালক (সার) দপ্তর, বিএডিসি, ফরিদপুর পদে কর্মরত জনাব মিজানুর রহমানকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী অর্থ কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদে কর্মরত জনাব আরিফা শারমিনকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ নবীর হোসেনকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর, বিএডিসি, কুষ্টিয়া পদে কর্মরত জনাব মোঃ তারিক ইকবাল আনোয়ারকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদে কর্মরত জনাব আকতার হোসেন পাটোয়ারীকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকা পদে কর্মরত জনাব কাজী সুলতানাকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর, বিএডিসি, টাঙ্গাইল পদে কর্মরত জনাব মোঃ মমিনুর রহমানকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ক্ষুদ্রসেচ রিজিয়ন দপ্তর, বিএডিসি, নোয়াখালী পদে কর্মরত জনাব মোঃ নুরুল ইসলামকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, মধুপুর, টাঙ্গাইল পদে কর্মরত জনাব মোঃ হাবিবুর রহমানকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সওকা রিজিয়ন দপ্তর, বিএডিসি, যশোর পদে কর্মরত জনাব আকবর আলীকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তা, অডিট বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদে কর্মরত জনাব ইউসুফ ইকবাল আহমেদকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ক্ষুদ্রসেচ রিজিয়ন দপ্তর, বিএডিসি, নাটোর পদে কর্মরত জনাব ওয়ারেশ হোসেন মল্লিককে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদে কর্মরত জনাব মোঃ বজলুর রহমানকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, উপপরিচালক (খামার) দপ্তর, বিএডিসি, সাধুহাটি, ঝিনাইদহ পদে কর্মরত জনাব মোঃ সিরাজুল হক মোল্লাকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী অর্থ কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা পদে কর্মরত জনাব আবুল হাসেমকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, যুগ্মপরিচালক (সার) দপ্তর, বিএডিসি, বরিশাল পদে কর্মরত জনাব মোঃ সফিউল আলমকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর, বিএডিসি, বরিশাল পদে কর্মরত জনাব মর্জিনা খানমকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার) দপ্তর, বিএডিসি, নেত্রকোনা পদে কর্মরত জনাব রীতা গুপ্তাকে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পর্যায়ের পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

আমন ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তক ০৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বীজের মূল্য নির্ধারণ কমিটি'র সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৭-১৮ বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের আমন ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বীজ ফসলের নাম	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
১	আমন ধান বীজ	ব্রিধান-৩৪ (সুগন্ধি)	ভিত্তি	৬২.০০
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৫৫.০০
২		বিআর-২২, বিআর-২৩ ব্রি ধান-৪৯, ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৭৫, নাইজারশাইল ও বিনাশাইল	ভিত্তি	৪৮.০০
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৪১.০০
৩		নেরিকাসহ অন্যান্য সকল জাত	ভিত্তি	৪৭.০০
			প্রত্যায়িত/মানঘোষিত	৪০.০০

বিএডিসি'র পাটবীজের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "মূল্য নির্ধারণ কমিটির" সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৭-১৮ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের পাট বীজের বিক্রয় মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অর্থ বছর	বীজ ক্রয়কারীর বিবরণ	বিক্রয়মূল্য (ভিত্তি, প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত)				
		২০১৭-১৮ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত বীজ			২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত বীজ	
		দেশি	কেনাফ	তোষা	দেশি	তোষা
		(টাকা/কেজি)	(টাকা/কেজি)	(টাকা/কেজি)	(টাকা/কেজি)	(টাকা/কেজি)
২০১৭-১৮	বিএডিসি'র বীজ ডিলার	১৩২.০০	১৪০.০০	১৪০.০০	১২০.০০	১২০.০০
	কৃষক, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	১৫০.০০	১৫৮.০০	১৫৮.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০

মেধাবী মুখ

নাবিলা আফরিন রাজনা ২০১৭ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় (পিইসি) ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ভিকারুননিসা নুন স্কুল, ঢাকা থেকে জিপিএ ৫.০০ (গোল্ডেন 'এ' প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

নাবিলা আফরিন রাজনা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সিনিয়র সহকারী পরিচালক, এগ্রো সার্ভিস বিভাগ, ঢাকা সদর দপ্তরে কর্মরত কৃষিবিদ নাজনিন আফরিন এবং ঢাকার উত্তরার নওয়াব হাবিবুল্লাহ্ মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক কৃষিবিদ মোঃ আঃ রাজ্জাক সরকার এর কন্যা। সে ভবিষ্যতে একজন চিকিৎসক হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

মাসকলাই বীজের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৭-১৮ বর্ষে খরিফ-২ মৌসুমে উৎপাদিত মাসকলাই বীজের সংগ্রহমূল্য ভিত্তি ৭৪ টাকা এবং মানঘোষিত ৭২ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে

দোয়া প্রার্থী

আমি জনাব আব্দুস সাকির চৌধুরী, সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবে বিএডিসিতে ৩৭ বছর চাকুরী শেষে গত ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে চেয়ারম্যানের দপ্তর থেকে পূর্ণ অবসরে আছি। আমার এই সুদীর্ঘ চাকুরী জীবনে অনেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর সঙ্গে কাজ করেছি। আমার ব্যবহারে/কথায়/চাল-চলনে/উঠা-বসায় বা অন্য কোনভাবে যদি কেহ মনে কোন ব্যাথা পেয়ে থাকেন তবে আপনার নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। সাথে সাথে আমার জন্য দোয়া করবেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যতদিন হায়াত রাখেন ঈমানের সাথে এবং কোরান-হাদীসের আলোকে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। আমি ইনশাল্লাহ ২০১৮ সালে স্ত্রীক হজ্জব্রতের জন্য আশা করছি।

শোক সংবাদ

* বিএডিসি ময়মনসিংহ (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল দপ্তরের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব আব্দুছ ছালাম গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন)।

* বিএডিসি কৃষি ভবনস্থ প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) দপ্তরের নক্সাকার (পিআরএল ভোগরত) জনাব এস এম আবু ছাইদ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন)।

* সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা দপ্তরের যানবাহন শাখার গাড়ি চালক জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন)।

* উপপরিচালক (খামার), বিএডিসি, পাথিলা বীজ উৎপাদন খামার দপ্তরের গাড়ীচালক জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম গত ১৫ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন)।

আগামী দুই মাসের কৃষি

চৈত্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: সময়মত যারা বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তারা ইতোমধ্যেই ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ শেষ করেছেন আশা করি। আর যারা শীতের কারণে দেরিতে চারা রোপন করেছেন তাদের জমিতে চারা রোপণের বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষমাত্রা উপরি প্রয়োগ করে ফেলুন। ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো, মাজরা পোকাসহ অন্যান্য পোকা এবং রোগের আক্রমন দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শ নিন। নীচু এলাকার জন্য বোনা আউশ বা বোনা আমন বীজ এখনই বপন করতে হবে।

গম: পাকা গম কাটা না হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। লাগসই পদ্ধতি অবলম্বন করে বীজ সংরক্ষণ করুন।

ভুট্টা: পাকা ভুট্টা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ মাসেও চলতে পারে। ভুট্টার গাছ মাঠ থেকে তুলে ভালভাবে শুকিয়ে উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন। বন্যামুক্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ভুট্টার চাষ এখনই শুরু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজন হবে ইউরিয়া ৯০ কেজি, টিএসপি ৫৫ কেজি, এমওপি ৩০ কেজি, জিপসাম ৪০ কেজি, জিংক সালফেট ৪ কেজি। রবি ভুট্টার মতই গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা আবাদ করতে হবে।

পাট: যারা পাট চাষ করবেন তাদের জমি এখনও প্রস্তুত না হয়ে থাকলে মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরপরই আড়াআড়ি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে নিন। জমিতে ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে পারলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। যদি গোবর বা অন্যান্য আবর্জনা সারের যোগান নিশ্চিত করা না যায় তাহলে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৪৫ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিংক সালফেট দিতে হবে। বীজ বপন করার আগে বীজ শোধন করা জরুরি। এক কেজি বীজে ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স বা প্রোভেক্স বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ছত্রাকনাশকের অভাবে বাটা রসুন (১৫০ গ্রাম) এক কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৫-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। চাষি ভাই একই জমিতে পাটের পর আমন চাষ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি পাটের বীজ বপন করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি: এখনই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির বীজ রোপন করতে চাইলে জমি তৈরি, মাদা তৈরিসহ প্রাথমিক সার প্রয়োগ এখনই করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির আগাম নাবি জাত আছে। সুতরং প্রয়োজন মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

বৈশাখ মাসে কৃষিতে করণীয়:

মাঠে বোরো ধানের এখন বাড়ন্ত পর্যায়। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুন বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এ সময়ে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী ঘাস ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট রোগসহ অন্যান্য আক্রমণ যথাযথভাবে প্রতিহত করতে না পারলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। বালাইদমনে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সার ব্যবস্থাপনা, আন্তঃপরিচর্যা, আন্তফসল চাষ, মিশ্র চাষ, আলোর ফাঁদ, জৈবদমনসহ লাগসই প্রযুক্তি অবলম্বন করে ফসল রক্ষা করতে হবে। এরপরও যদি আক্রমণের তীব্রতা থেকে যায়, নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক যথাসময়ে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। বোনা আউশ এবং বোনা আমনের জমিতে আগাছা পরিস্কার, প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথাসময়ে নিশ্চিত করতে হবে।

পাট: বৈশাখ মাস তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা ভালজাত। দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপণের আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আগে বোনা পাটে জমিতে আগাছা পরিস্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কার্যক্রমও যথাযথভাবে করতে হবে। এ সময়ে পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে কিংবা মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা দমন করুন। চেলা পোকার আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে এবং জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কাণ্ড পঁচা, শিকর গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানী আক্রান্ত গাছ বাছাই, বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ডাল-তৈল: এ সময় খরিফ-২ এ বোনা মুগ ফসলে ফুল ফোটে। অতি খরায় ও তাপমাত্রায় ফুল ঝরে যায় বলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈশাখের মধ্যেই বাদাম, সয়াবিন ও ফেলন ফসল পরিপক্ক হয়ে যায়। পরিপক্ক ফসল মাঠে না রেখে দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন। সংগৃহীত ফসল জাঁপ দিয়ে না রেখে মাড়াই করে খুব ভাল করে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ সংরক্ষণ করুন।

গ্রীষ্মকালীন শাক সবজি: এখন থেকেই গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি আবাদ শুরু করতে পারেন। শাক জাতীয় ফসল বুদ্ধি খাটিয়ে আবাদ করলে এক মৌসুমে একাধিকবার করা যায়। চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, শসা, করল্লাসহ অন্যান্য সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হবে। ১ হাত দৈর্ঘ এবং ১ হাত চওড়া মাদা তৈরি করে মাদা প্রতি পরিমাণমত জৈব সার/গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি, ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে ৫/৭ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘন্টা ভেজানো মানসম্মত সবজি বীজ মাদা প্রতি ৩/৫ টি রোপণ করতে হবে। আগে তৈরিকৃত চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন।

বিএডিসিতে ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন

বিএডিসিতে ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক

বিএডিসিতে ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

বিএডিসিতে ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক

জাতীয় কবিতা উৎসব ২০১৮ তে স্বরচিত কবিতা পাঠ করছেন সিবিএ'র কার্যকরী সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ বিএডিসি শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ শামসুল হক

জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী বিএডিসি সিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন

বিএডিসিতে ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার ২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরস্কার ২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সচিব ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত সহকারী পরিচালকদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত সহকারী পরিচালকদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা

বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের ২০১৮ সালের ক্যালেন্ডারের মোড়ক উন্মোচন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। ছবিতে সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), সংস্থার সচিব ও সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৮ তে বিএডিসি'র স্টল প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রেস্টটি সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে

বিএডিসি'র নোয়াখালীর সুবর্ণচর ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামারের ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩(সিবিএ) নেতৃবৃন্দ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন

বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩(সিবিএ) নেতৃবৃন্দ টুঙ্গী পাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল

জাতীয় সবজি মেলা উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালী

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি মেলায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন

স্টলে প্রদর্শিত ডাগওয়েলের মডেল

স্টলে প্রদর্শিত ছাদ বাগানের মডেল

স্টলে প্রদর্শিত ৩৫ কেজি ওজনের মিষ্টিকুমড়া

স্টলে প্রদর্শিত সবজি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, সম্রাট প্রিন্টার্স, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।